কালের কণ্ঠ

তারিখ ০১ AUG 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

চাকরি হারালেন নর্থ সাউথের তিন শিক্ষক-কর্মকর্তা

জঙ্গিবাদের সন্দেহে আরো এক ডজন শিক্ষক!

আরিফুজ্জামান তুহিন ও শরীফুল আলম সুমন ▷

আবুল এল হক

আব্দুল আউয়াল

দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের এ চক্রে জড়িয়ে পড়ার প্রমাণ মিলেছে গোয়েন্দাদের তদন্তে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভাবমূর্তি ফেরাতে চেষ্টা করছে। সম্প্রতি জঙ্গি সম্পৃক্ততার দায়ে চাকরি হারিয়েছেন কয়েকজন। আরো প্রায় এক ডজন শিক্ষক একই অভিযোগে সহসাই

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

'নর্থ সাউথের বুকে বাংলাদেশ' ▶ পৃষ্ঠা ২

জঙ্গিবাদের সন্দেহে আরো

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

চাকরিচ্যুত হচ্ছেন বলে সূত্র জানিয়েছে। তবে কৌশলগত কারণে তাঁদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে পদত্যাগপত্র।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নর্থ সাউথ কর্তৃপক্ষ সব সময় নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে মনে করে এসেছে। বিশেষ করে ওদের ট্রাস্টি বোর্ডে সমস্যা আছে। বোর্ডে সমস্যা থাকলে তো শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর প্রভাব পড়বে। আমাদের তদন্ত কমিটি এনএসইউ পরিদর্শন করেছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তথ্যও চাওয়া হয়েছে।'

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য কালের কণ্ঠকে বলেন, "দুজন শিক্ষক ও একজন কর্মকর্তাকে ইতিমধ্যে 'ফোর্সড রিজাইন' করানো হয়েছে। এ ছাড়া কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ড. আতাউর রহমান এবং বিজনেস অনুষদের ডিন প্রফেসর মাহবুব রহমান ও একই বিভাগের শিক্ষক হাম্নান মিয়া, ড. জসিম উদ্দিন আহমেদসহ আরো প্রায় এক ডজন শিক্ষককে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে। তাঁদের জঙ্গি কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত থাকার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শিগগিরই তাঁরা চাকরি হারাবেন। নর্থ সাউথকে ক্লিন করা হবে।"

এনএসইউ উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'জঙ্গিবাদ দমনে আমরা খুবই কঠোর। যেসব শিক্ষকের ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে তাদের ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। ইউজিসিও আমাদের কাছে অনেক তথ্য চেয়েছে। সব কিছুই আমরা দেব। এই মুহূর্তে আমরা বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি না। আগে থেকে কারো নামও বলতে চাচ্ছি না। তবে জড়িত থাকলে কেউ ছাড় পাবে না।'

সূত্র জানিয়েছে, জঙ্গিবাদে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া এনএসইউয়ের স্কুল অব লাইফ সায়েন্স অনুষদের ডিন গিয়াস উদ্দিন আহসানকে (জি ইউ আহসান) ইতিমধ্যে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। লাইব্রেরিয়ান ড. মোস্তাফিজুর রহমানকেও সম্প্রতি বহিষ্কার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতি ও রবিবার দুজন শিক্ষক এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোর্সড রিজাইন করানো হয়েছে। তাঁরা হলেন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল আউয়াল, ওই বিভাগের শিক্ষক ড. আবুল এল হক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা গোলাম জলিল। তাঁদের বহিষ্কার করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে—এমন ভাবনায় 'পদত্যাগে বাধ্য' করেছে কর্তৃপক্ষ। আরো এক ডজন শিক্ষক এ তালিকায় রয়েছেন। তাঁদেরও ফোর্সড রিজাইন করানো হবে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সন্দেহের তালিকায় আছেন এনএসইউয়ের রেজিস্ট্রার অফিসের একজনসহ দুই কর্মকর্তা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের দুই সদস্য। ট্রাস্টি বোর্ডের অভিযুক্ত সদস্য শাহ আবদুল হান্নান জামায়াতের রাজনীতিতে সক্রিয় বলেও জানা গেছে। সন্দেহভাজন শিক্ষকদের বেশির ভাগই এনএসইউতে যোগ দেন ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে। এই সময়ে ট্রাস্টি বোর্ডের দুজন চেয়ারম্যান তাঁদের নিয়োগ দেন।

তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক ও ভিজিটিং প্রফেসরদের বিরুদ্ধেও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে জঙ্গিসংশ্লিষ্টতার। তাঁরা এখানে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ঢুকেছেন বলে অনেকের মত। শিক্ষার্থীদের জঙ্গি কার্যক্রমে যুক্ত করতে তাঁরা নানা উদ্যোগ নেন। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা অনেকে এখন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানে যুক্ত আছেন। এনএসইউর যেসব শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বিভাগের শিক্ষার্থী। এ দুটি বিভাগ হলো কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল এবং বিজনেস ফ্যাকাল্টি। ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে নাশকতাচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় বাংলাদেশি তরুণ কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফিসকে। তিনি ছিলেন এনএসইউর সাবেক শিক্ষার্থী। ২০১৩ সালে ব্লগার রাজীব হায়দারকে হত্যার দায়ে এনএসইউ সাত শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে। তারা হলেন রেদোয়ানুল আজাদ রানা, ফয়সাল বিন নাঈম ওরফে দীপ, মাকসুদুল হাসান অনিক, এহসান রেজা রুম্মান, নাঈম সিকদার ইরাদ, নাফিজ ইমতিয়াজ ও সাদমান ইয়াছির মাহমুদ। এর মধ্যে চার শিক্ষার্থী কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের। সম্প্রতি গুলশান হামলায় নিহত নিরবাস ইসলাম ও শোলাকিয়া হামলায় নিহত আবীর রহমান ছিলেন বিজনেস ফ্যাকাল্টির শিক্ষার্থী। আর গুলশান ঘটনায় আটক হাসনাত রেজা করিম ছিলেন বিজনেস ফ্যাকাল্টির শিক্ষক। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রকাশিত সন্দেহভাজনের তালিকায় এনএসইউর দুই শিক্ষার্থী রয়েছেন। সিরিয়ায় চলে যাওয়া এক চিকিৎসক পরিবারের দুই সদস্যও এনএসইউর শিক্ষার্থী ছিলেন বলে জানা গেছে।

জঙ্গিবাদ ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রে থাকা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সার্বিক পরিস্থিতি জানতে গত ১৪ জুলাই ইউজিসির একটি তদন্তদল ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেছে। তদন্ত কমিটির এক সদস্য কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষকরা জড়িত না থাকলে তো শিক্ষার্থীদের জঙ্গি হওয়া সম্ভব নয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সূত্রে আমরা জেনেছি, কিছু শিক্ষকও জঙ্গিবাদে জড়িত আছেন। আমরা অনুপস্থিত বা নিখোঁজ শিক্ষার্থীর পাশাপাশি কিছু শিক্ষকের ব্যাপারেও তথ্য চেয়েছি।'

সূত্র জানিয়েছে, অভিযুক্ত শিক্ষকদের একজন বিজনেস অনুষদের ডিন ড. মাহবুব রহমান। তিনি ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরি থেকে বিএস ও ইউএসএর ইউনিভার্সিটি অব ক্যানসাস থেকে পিএইচডি করেছেন। ড. এ এফ এম আতাউর রহমান বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএস করে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন। আবুল এল হক কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন ওন্টারিও থেকে এমএসসি ও ইউএসএর ইউনিভার্সিটি অব ওকালহামা থেকে পিএইচডি করেছেন। মো. হাম্নান মিয়া ইউএসএর উইচিটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে বিবিএ, এমএ ও এমবিএ করেছেন। ড. জসিম উদ্দিন ইউকের ইউনিভার্সিটি অব নর্থ হুমবরিয়া থেকে মার্কেটিং ও ম্যানেজমেন্টে এমএ করেন। এরপর ইউনিভার্সিটি অব লিংকন থেকে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ও ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার থেকে পিএইচডি করেন। তাঁদের ব্যাপারে দ্রুতই সিদ্ধান্ত আসছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

নাটের গুরু ড. আউয়াল : এনএসইউর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান ড. আব্দুল আউয়ালের কর্মকাণ্ড নিয়ে রহস্য অনেক আগে থেকেই। তিনি জঙ্গিবাদের দীক্ষাগুরু বলে অনেকে মনে করেন। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আগে দীর্ঘদিন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সৌদি আরবে। ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বেল ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছেন। সে সময় মুসলিম ঐতিহ্যের নামে জঙ্গিবাদ উসকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। ১৭ বছর যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় তিনি দুই বছর শিক্ষকতা করেছেন ব্রিটেনের ইউনিভার্সিটি অব ব্রাডফোর্ডে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠীর অন্যতম নেটওয়ার্ক বলে বিবেচনা করা হয়। এনএসইউতে যোগ দেওয়ার পর তিনি ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সৌদি আরবের তাইবাহ ইউনিভার্সিটি ও মদিনা মুনাব্বিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মদিনার বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতের সুপারিশ ছাড়া চাকরি ও ভর্তি সম্ভব নয় বলে অনেকের অভিমত। ড. আব্দুল আউয়াল সৌদিতে কর্মকালীন দুটি প্রজেক্ট সম্পন্ন করেছেন। আর তা হয়েছে বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, নেটওয়ার্ক বিষয়ে পারদর্শী ড. আব্দুল আউয়াল দেশের সরকারি অধিকাংশ টেলিকমিউনিকেশন কাজে যুক্ত রয়েছেন। বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) বিশেষজ্ঞ, টেলিযোগাযোগ পলিসির অন্যতম প্রণেতা, সুপ্রিম কোর্ট ও জেলা জজ আদালতের ওয়েব পেজ পরামর্শক, সাবমেরিন কেবল নেটওয়ার্ক, গ্রামীণফোনের ইন্টারনেট প্রজেক্ট, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন কেন্দ্রসহ (পিএটিসি) সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক অনেক খাত রয়েছে, তার প্রায় সব কটিতেই তিনি সংশ্লিষ্ট।